করে তিনি দ্বিতীয় যে নিশ্চিত জ্ঞানে উপনীত হন তা হল **'ঈশ্বর আছেন'**। এবং 'ঈশ্বর আছেন' বাক্যটিকে ভিত্তি করে অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি যে তৃতীয় সর্বশেষ সত্যজ্ঞানে উপনীত হন তা হল **'জড় জগৎ আছে'**। দেকার্তের মতে **এই সব জ্ঞান বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ** এবং সেইহেতু নিঃসন্দিগ্ধ।

(খ) স্পিনোজার মত (Spinoza's View) :

দেকার্তের মতো স্পিনোজাও বিশ্বাস করেন যে, অভিজ্ঞতা আমাদের যে জ্ঞান দেয় তা নির্ভরযোগ্য নয়; নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস হল বুদ্ধিলব্ধ সহজাত ধারণা। দেকার্তের মতো তিনিও **দর্শনে অবরোহ পদ্ধতি** প্রয়োগ করেন। স্পিনোজার দার্শনিক পদ্ধতি **জ্যামিতিক পদ্ধতি** (Geometrical Method) নামে খ্যাত। দেকার্ত যেমন বুদ্ধিলব্ধ আত্মার ধারণা ও তার অস্তিত্বের ওপর দর্শনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, স্পিনোজা তেমনি বুদ্ধিলব্ধ **দ্রব্যের** (Substance) বা **ঈশ্বরের** সহজাত ধারণা থেকে তাঁর সমূহ দার্শনিক তত্ত্বকে নিঃসৃত করেন। উল্লেখযোগ্য যে, স্পিনোজার ঈশ্বর ধর্মের সগুণ ঈশ্বর নয়—এ হল নির্গুণ ব্রহ্ম। ঈশ্বর একমাত্র স্বনির্ভর। আর সব ঈশ্বর-নির্ভর **পর্যায়** (Modes) বা **বিকার** মাত্র। জড়জগৎ ও চেতনজগতের ঈশ্বর-ভিন্ন সত্তা নেই। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় বহুত্বের জ্ঞান মিথ্যা। বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোকে ঈশ্বর-ভিন্ন আর কিছু প্রত্যক্ষ হয় না। **বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান।**

(গ) লাইব্‌নিজের মত (Leibnitz's View) :

লাইব্‌নিজ বুদ্ধিবাদী হওয়া সত্ত্বেও দেকার্ত ও স্পিনোজার মত থেকে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। **দেকার্ত ও স্পিনোজার মতে, আমাদের কতক ধারণা সহজাত। লাইব্‌নিজের মতে, আমাদের সকল ধারণা সহজাত।** লাইব্‌নিজের মতে, অসংখ্য চিৎপরমাণু (monads)-সমন্বিত এই বিশ্বজগৎ। জড় বলে কিছু নেই। জড়ের প্রত্যক্ষ ভ্রমাত্মক। সকল কিছু পরমাণু-সদৃশ অজড় আত্মা বা **মনাদের** সংঘাত (collection)। প্রতিটি মনাদ গবাক্ষবিহীন, অর্থাৎ স্বয়ং-সম্পূর্ণ—একটি অন্যটির ওপর কোনও রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। প্রতিটি মনাদ স্বয়ং-ক্রিয় (self-active) এবং বাইরের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রতিটি মনাদ নিজ শক্তিতে অন্তস্থিত সুপ্ত জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়। **সমস্ত ধারণা, সমস্ত জ্ঞানই সহজাত,** কেননা তারা সম্ভাবনারূপে মনাদের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে যেমন মর্মরমূর্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে, ভাস্করের ক্রিয়াশৈলী তাকে ব্যক্ত করে, তেমনি আমাদের মনরূপ মনাদের যাবতীয় ধারণা মনের মধ্যেই অব্যক্তরূপে থাকে, মানসিক ক্রিয়ার মাধ্যমে তারা ব্যক্ত হয়।

দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইব্‌নিজের মতবাদের সমালোচনা (Criticism of the Views of Descartes, Spinoza and Leibnitz) :

দেকার্ত ও স্পিনোজার মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল, তাঁরা দর্শনের ক্ষেত্রে গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে এক বড় রকমের ভুল করেছেন। গণিতের সঙ্গে দর্শনের মৌলিক পার্থক্য আছে। গণিতের আলোচ্য হল বুদ্ধিলব্ধ শুদ্ধ ধারণা, যা অভিজ্ঞতার কোন